



প্রতিরক্ষামন্ত্রক

# ‘ভেলিয়েন্ট’-এ ‘এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.’-কেশামিল করা নিয়ে অনুষ্ঠান এক ভাব গভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভারতীয় বায়ুসেনার ‘ভেলিয়েন্ট’ নামের ২২১ স্কোয়াড্রনে ‘এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.’-কে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে

Posted On: 25 APR 2017 1:07PM by PIB Kolkata

এক ভাব গভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভারতীয় বায়ুসেনার ‘ভেলিয়েন্ট’ নামের ২২১ স্কোয়াড্রনে ‘এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.’-কে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভারতীয় বায়ুসেনার পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ডের এয়ার অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ এয়ার মার্শাল সি. হরি কুমার (এ.ডি.এস.এম., ডি.এম., ডি.এস.এম., এ.ডি.সি.) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্স লিমিটেড (এইচ.এ.এল.)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী দলজিত সিং এবং এইচ.এ.এল.-এর অন্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০০৯ সাল পর্যন্ত মিগ-২৩ এয়ারক্রাফটকে উড়ানো ভেলিয়েন্ট-এ এখন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুর্জয় এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.-কে যুক্ত করা হয়েছে। ‘এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.’ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যেকোনো আবহাওয়ায় বহুমুখী ভূমিকা পালন করা এক যুদ্ধ-বিমান, যা আকাশ পথে যুদ্ধের পাশাপাশি স্থল যুদ্ধেও সহায়তা করতে সক্ষম।

ভেলিয়েন্ট-কে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ তারিখে একটি আক্রমণাত্মক যোদ্ধা স্কোয়াড্রন হিসেবে ব্যারাকপুরে নির্মিত করা হয়েছিল, যার প্রথম কমান্ডিং অফিসার ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার এন. চতর্থ। এই স্কোয়াড্রনকে তারপর তিন ধরনের এয়ারক্রাফট দিয়ে সাজানো হয়েছিল—যেগুলি হচ্ছে, ড্যাম্পপায়ারস, স্পিটফায়ার, হ্যারিকেন এবং এস.ইউ.-৭ এয়ারক্রাফট। এই স্কোয়াড্রন তার ৫৪ বছরের পথ-পরিক্রমায় নিজের কয়েকটি বেসবদল করেছে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ও কাগিল যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে ভারতীয় বাহিনীর ঝটিকা অভিযানে গর্জন করে উঠেছিল ভেলিয়েন্ট-এর এস.ইউ.-৭ এয়ারক্রাফট। মিগ-২৩ কে পরিচালিত করা ভেলিয়েন্টই কাগিল যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রথম আগুন বর্ষণ করেছিল। এই স্কোয়াড্রনের কয়েকজন পাইলটকে বীরত্ব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

আয়োজিত এই সুন্দর অনুষ্ঠানে বায়ুসেনা স্টেশনের কর্মচারীগণ ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এয়ার ফোর্স স্টেশনের এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমান্ডার ডি.বি. খোট (ডি.এম.) এবং তাঁর টিম এন.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.-কে স্কোয়াড্রনে শামিল করানিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে সফলভাবে করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.-কে স্কোয়াড্রনে শামিল হওয়ায় এই অঞ্চলে ভারতীয় বায়ুসেনার ক্ষমতা বাড়ে। অনুষ্ঠানে স্কোয়াড্রনের ফ্লাইট কমান্ডার আকর্ষণীয়ভাবে নিচু দিয়ে এয়ারোবোটিক কলা-কৌশল প্রদর্শন করেন।

এয়ার মার্শাল সি. হরি কুমার আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্কোয়াড্রনের সরকারি নথিপত্র স্কোয়াড্রনের কমান্ডিং অফিসার তথা উইং কমান্ডার এইচ.এস. লুখরার কাছে সমর্পণ করেন। এয়ার মার্শাল তাঁর ভাষণে এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.-কে স্কোয়াড্রনে সময়মতশামিল করার জন্য স্কোয়াড্রনের যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানান। তিনি এয়ার বেসের সমস্ত কর্মচারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। এয়ার মার্শাল এবং উনার ধর্মপত্নী শ্রীমতি দেবিকা হরি কুমার অনুষ্ঠানের শেষে চা-পানের অনুষ্ঠানে স্কোয়াড্রনের কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

(Release ID: 1488749) Visitor Counter : 4

## Background release reference

২০০৯ সাল পর্যন্ত মিগ-২৩ এয়ারক্রাফটকে উড়ানো ভেলিয়েন্ট-এ এখন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুর্জয় এস.ইউ.-৩০ এম.কে.আই.-কে যুক্ত করা হয়েছে

